দৈনিক ইত্তেফাক

25

তারিখ MAY 12 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

মহিলা পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটে

কিছুদিন পূর্বে মহিলা পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটকে দেশের শ্রেষ্ঠ পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট হিসাবে ঘোষণা করা হইয়াছে, ইহা সকলের নিকট গর্বের বিষয়। প্রতিষ্ঠানটি নিঃসন্দেহে এই পুরস্কারের দাবীদার। কিন্তু মুষ্টিমেয় কিছু শিক্ষক এবং শিক্ষিকার কারণে প্রতিষ্ঠানটির সম্মানহানি ঘটার উপক্রম হইয়াছে। এপ্রিলের গোড়ার দিকে প্রকৌশল ডিপ্লোমা চূড়ান্ত পরীক্ষার ফলাফল বাহির হয়। উক্ত পরীক্ষায় স্থাপত্য বিভাগের দুইজন ছাত্রীকে ধারাবাহিকে অকৃতকার্য দেখানো হইয়াছে। ফলে উক্ত ছাত্রীদ্বয়কে আবার অতিরিক্ত ১ বৎসর অধ্যয়নকরতঃ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে হইবে। উল্লেখ্য, কেহ ধারাবাহিকে অকৃতকার্য থাকিলে তাহাকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে দেওয়া হয় না (পরীক্ষার প্রবেশপত্র দেওয়া হয় না)। প্রকৃতপক্ষে উক্ত ছাত্রীগণ ধারাবাহিকে অকৃতকার্য হয় নাই। কতিপয় শিক্ষিকার অসতর্কতার কারণে তাহাদের অকৃতকার্য দেখানো হইয়াছে। ব্যাপারটি জানাজানি হইয়া গেলে অধ্যক্ষ সম্পূর্ণ দোষ এড়াইয়া তাহা বোর্ডের উপর চাপাইয়া দেন, যদিও সম্পূর্ণ দোষ উক্ত শিক্ষিকাদের। উক্ত শিক্ষিকাদের জন্য ইহা কোন নতুন ঘটনা নহে। অতীতে ইহার অনেক নজীর আছে। তাহারা অধিকাংশ সময়েই ক্লাসে অনুপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তাহাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। ছাত্রীদের অভিভাবকগণ এখন ব্যাপারটির সুরাহার জন্য বিভিন্ন দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেছেন, কিন্তু কোন ফল পাইতেছেন না। তাই ব্যাপারটির সুরাহার জন্য মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষাসচিব এবং সংশ্লিষ্ট মহাপরিচাল-কের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি এবং সেইসাথে দোষী শিক্ষয়িত্রীদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানাইতেছি।

ডঃ গোলাম রব্বানী,
১৯১/আর-২, বাসাবো, ঢাকা।